পাক্ষিক

সমদীপ

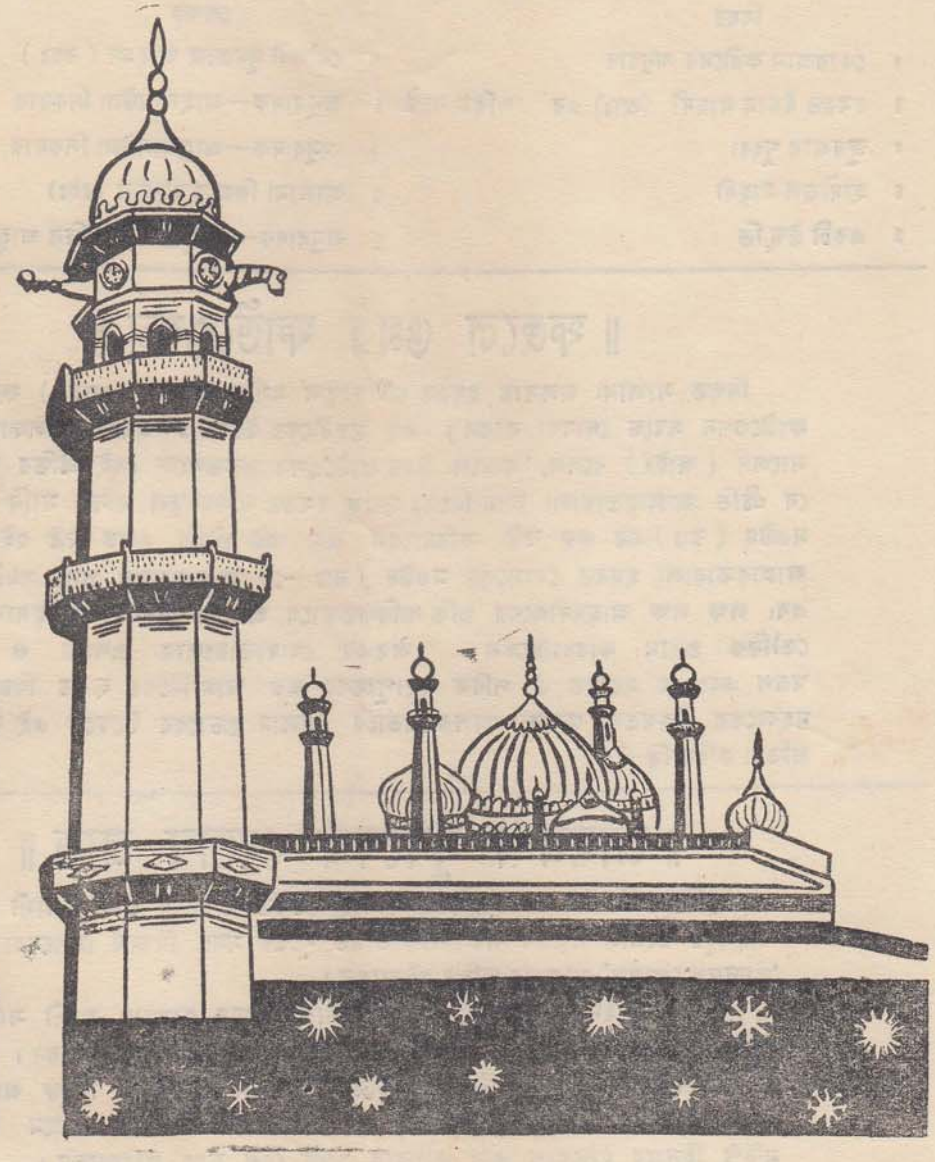

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১০৭
হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পবিত্র বাণী	অনুবাদক—আহসানউল্লা সিকদার	১০৯
জুমআর খুৎবা	অনুবাদক—আহ্‌সানউল্লা সিকদার	১১০
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	১১৭
একটী উদ্ধৃতি	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ	১২৬

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

॥ আহমদী যুবকের খেতাব লাভ ॥

কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত বাসুদেব গ্রাম নিবাসী জনাব আহ্‌মদুর রহমান সাহেব গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় নিস্বার্থ দেশসেবার জন্য 'তমঘায়ে খেদমত' পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

জনাব আহ্‌মদুর রহমান সাহেব জনাব মরহুম হায়দার আলী সাহেবের তৃতীয় পুত্র। তিনি B. Sc. পাশ করিবার পর চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ষ্টেটব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম শাখায় চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি গত ১৯৬৪—৬৫ সালে ষ্টেট-ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষা-নবিশী হিসাবে ইউরোপ এবং এশিয়ার ১৬টি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন।

বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি ডিপুটী চিফ অফিসার (Siren) হিসাবে চট্টগ্রাম এ-আর-পি (A R P) অঞ্চলে (Area) সাইরেন সারভিস স্থাপন ও পরিচালনায় তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি প্রেসিডেন্টের তমঘায়ে খেদমত পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ১৫ই আগষ্ট : ১৯৬৬ সন : ৭ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৯শ রুকু

১৫৩। নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে উপাস্য করিয়া নিয়াছিল অচিরেই তাহাদের উপর এই পার্থিব জীবনে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে অভিশাপ ও লাঞ্ছনা আসিবে। এবং এই ভাবেই আমি মিথ্যা রটনাকারীদিগকে প্রতিফল দান করিয়া থাকি।

১৫৪। যাহারা পাপ কর্ম সমূহ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং উহার পর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, নিশ্চয় তোমার প্রভু ইহার পর পরম ক্ষমাকারী ও বার বার দয়াকারী;

১৫৫। এবং যখন মুসার ক্রোধ প্রশমিত হইল, তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া নিল। উহার লিপি গুলিতে তাহাদের জন্য হেদায়েত এবং শুভাশিস ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে।

১৫৬। এবং মুসা তাহার জাতির সত্তরজন লোককে বাছিয়া নিল আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য। যখন ভূমিকম্প তাহা-দিগকে ধৃত করিল, সে (মুসা) বলিল, হে আমার প্রভো! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে, ইতিপূর্বেই তুমি এই সমস্ত লোককে ও আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতে। তুমি কি আমাদিগকে নির্বোধগণের কার্যের জন্য ধ্বংস করিবে? ইহা তোমার পরীক্ষা মাত্র। ইহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তুমি বিভ্রান্ত করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা সুপথগামী করিতে পার। তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর এবং তুমিই ক্ষমাকারীদের শ্রেষ্ঠতম।

১৫৭। এবং আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ও পর-কালে মঙ্গল বিধান কর; নিশ্চয় আমরা তোমার পানে চলিয়াছি। আল্লাহ্ বলিলেনঃ আমার শাস্তি যাহার উপর ইচ্ছা আনয়ন করিব এবং আমার দয়া প্রত্যেক পদার্থের উপর ব্যাপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং আমি অচিরেই উহা তাহাদের জন্য বিধান করিব, যাহারা তকওয়া গ্রহণ করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

১৫৮। যাহারা এই নিরক্ষর রসুল নবীর অনুগমন করিবে, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট বিদ্যমান তওরাৎ ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পাইতেছে, যিনি তাহাদিগকে ন্যায়ের জন্য আদেশ করেন এবং অন্যায় হইতে বারণ করেন এবং পবিত্র বস্তু সমূহকে তাহাদের জন্য বৈধ করেন এবং অন্যায় হইতে বারণ করেন এবং পবিত্র বস্তু সমূহকে তাহাদের জন্য বৈধ করেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলিকে নিষিদ্ধ করেন এবং তাহাদের উপর হইতে তাহাদের সেই (নানাবিধ কু-প্রথা) অন্ধ সংস্কার এবং পাপের প্রতি প্ররোচনাকারী অনুষ্ঠানের ভার ও গলার হাড়কাঠগুলিকে বিদূরিত করেন, যেগুলি তাহাদের উপর চাপিয়া রহিয়াছিল। বস্তুতঃ যাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং সেই আলোর অনু-গমন করিয়াছে, যাহা তাহার সহিত অবতারণ করা গিয়াছে, একমাত্র তাহারাই সফলতা লাভের অধিকারী। (ক্রমশঃ)

★

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পবিত্র বাণী

অনুবাদক—আহসান উল্লাহ সিকদার

দোয়া দ্বারা যে সহানুভূতি করা হয় ইহার ফয়েজ বহু বিস্তৃত।

"স্মরণ রাখ, সহানুভূতি তিন প্রকারের। প্রথম শারীরিক। দ্বিতীয়—আর্থিক। তৃতীয় প্রকার হইল, দোয়া, যাহাতে না অর্থ খরচ হয়, না শক্তি লাগাইতে হয়, এবং ইহার ফয়েজ (উপকার) বহু বিস্তৃত। কেননা শারীরিক সহানুভূতিতো মানুষ তখনই করিতে পারে, যখন শরীরে শক্তি থাকে। যেরূপ একজন দূর্বল, জখ্‌মী মিছকিন যদি কোথাও পড়িয়া থাকে, তখন কোন ব্যক্তি যাহার মধ্যে শক্তি না থাকে কিরূপে উঠাইয়া সাহায্য করিতে পারে? তদ্রূপ যদি কোন সহায়সম্বলহীন, কর্তৃত্বহীন এবং আশ্রয়হীন মানুষ ক্ষুধায় অস্থির থাকে, তবে মাল না থাকিলে কিরূপে তাহার সাহায্য করা যাইতে পারে? কিন্তু দোয়া দ্বারা সহানুভূতি এমন এক সহানুভূতি যে, ইহার জন্য না আছে শক্তির দরকার, আর না আছে মালের দরকার। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মানুষ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের জন্য দোয়া করিতে পারে এবং অন্যকে ফায়দা পৌঁছাইতে পারে। এই সহানুভূতির ফয়েজ অতিশয় বিস্তৃত। আর যদি কেহ ইহা দ্বারা কাজ না লয়, তবে মনে কর যে, সে বড়ই হতভাগা।

আমি বলিয়াছি যে, আর্থিক এবং শারীরিক সহানুভূতির কাজে মানুষ বাধ্য থাকে। কিন্তু দোয়া দ্বারা সহানুভূতির কাজে মানুষ বাধ্য থাকে না। আমার তো ধর্ম এই যে, দোয়াতে শত্রুকেও বাহিরে না রাখা। দোয়া যত অধিক প্রসারিত হইবে, তদ্রূপ দোয়াকারীর ফায়দাও অধিক হইবে। আর দোয়াতে যত অধিক কৃপণতা করা হইবে, আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য হইতে তত অধিক দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে।"

(আল-হাকাম ৯ই জুলাই ১৯০০ ইং, আল-ফজল ২৩শে জুন ১৯৬৬ ইং,)।

★

॥ ভুল সংশোধন ॥

পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার গত ৫।৬ষ্ঠ সংখ্যার ৭৫ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহের বীরপাইকশা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাশিম উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের ৮ম কন্যা জনাব দিলশাদ বেগমের বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ দিনাজপুর জিলার পোরিয়া নিবাসী জনাব মীর্যা রমজান আলী সাহেবের ১ম পুত্র মীর্যা ওয়াজেদ আলী সাহেবের সহিত ২৯০০ (উনত্রিশ শত) টাকা দেন মোহরে সম্পন্ন হইয়াছে গত ৩।২।৬৬ তারিখে।

উক্ত পরিবেশিত সংবাদের এক স্থানে ত্রুটী রহিয়াছে। বিবাহ পড়াইয়াছেন স্থানীয় আঞ্জমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী জনাব ডাঃ আবদুল হাকিম সাহেব স্থলে প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আব্দুল হাকিম হইয়াছে। ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

॥ জুমআর খোৎবা ॥

হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৫ ইং তারিখের খোৎবার অনুবাদ ঃ

আগামী পচিশ-ত্রিশ বৎসর জামাতে আহ্মদীয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সময়, কেননা দুনিয়াতে এক মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি হইবে। যখন কোন জাতির প্রতি বড় নেয়ামত নাজিল হয়, তখন ঐ জাতিকে বড় কোরবানী করিতে হয়, সুতরাং এখন হইতে আপন নফ্ছ্কে এই কোরবানীর জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করুন।

সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর (আইঃ) সুরা 'মুদ্দাচ্ছের'-এর প্রথম এই আয়েত পাঠ করেন.

بسم الله الرحمن الرحيم ০
يايها المدثر قم فانذر وربك فكبر
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن
تستكثر ولربك فاصبر

অতঃপর বলেন, আমার হৃদয়ে অতীব জোরের সহিত ঢালা গিয়াছে যে, জামাতে আহ্মদীয়া ভবিষ্যতের যেস্থানে এখন দণ্ডায়মান, ঐ স্থানের সহিত সুরাতুল 'মুদ্দাচ্ছের'-এর যে আয়েত আমি এখন পাঠ করিয়াছি এই আয়েতের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহাতে জামাতের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম রহিয়াছে। আমি এখন ইহা জামাতের বন্ধুগণের সামনে বর্ণনা করিতে চাই। কিন্তু ইহার পূর্বে আমি এই আয়েতের সাধারণ তফসীর বয়ান করিব যেন খোদাতা'লার এই আওয়াজ হৃদয়ঙ্গম করা বন্ধুগণের পক্ষে সহজ হয়।

আরবীতে 'মুদ্দাচ্ছের' শব্দের অর্থ ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কার্যকালে পরিধান করিবার কাপড় পরিধান করিয়াছে। সাধারণ নিয়ম, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজের নিয়ম এই যে, তাহারা ঘরে অন্য প্রকার কাপড় পরিধান করে ; কিন্তু কার্যোপলক্ষে যখন বাহিরে যায়, তখন অন্য প্রকার কাপড় পরিধান করে। যেরূপ আমাদের দেশে খাস করিয়া হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের মেম্বরগণ, যাহারা হুজুর (আঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল করেন, বাহিরে যাইবার সময় মস্তকের পোষাক এবং কোট নিশ্চয়ই পরিধান করেন। অথবা, যেরূপ কারখানার কর্মচারীগণ কাজ করিবার সময় কোন বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। পরন্তু 'মুদ্দাচ্ছের'-এর এই প্রকার পোষাক পরিধান করার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত, এবং এমন পোষাক পরিধান করে, যে পোষাক তাহার কার্যকালীন পোষাক। যেরূপ, সিপাহী আপন ডিউটিতে যাইবার সময় ফৌজী ইউনিফরম পরিহিত থাকে, ঘরে এই ইউনিফরম পরিহিত থাকে না। সুতরাং এখানে আল্লাহ্তা'লা বলিয়াছেন, হে 'মুদ্দাচ্ছের'। অর্থাৎ—হে ঐ ব্যক্তি ! যে ঐ পোষাক পরিহিত যাহা কার্যের সময় পরিধান করে।

"আল মুদ্দাচ্ছের"-এর এই অর্থও হয় যে, ঐ ব্যক্তি, যে প্রয়োজনানুযায়ী প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান এবং আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কখন আদেশ হইবে এবং আমি লাফ দিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হইব এবং আদিষ্ট কার্যে লিপ্ত হইব।

কোরআন করীমে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ই যাবতীয় আদেশের সম্বোধিত ব্যক্তি। অতঃপর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি এই আদেশের সম্বোধিত ব্যক্তিতে পরিণত। এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়েতেও সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন আমাদের নবী আকরাম (সাঃ)। ইহাতে "আল মুদ্দাচ্ছের"-এর অর্থ হইবে—হে ঐ ব্যক্তি! যাঁহাকে আমরা তাক্ওয়ার পোষাকে সজ্জিত করিয়াছি। ذالك لباس التقوى خير এবং ভিতরে ও বাহিরে তাক্ওয়ার পোষাক পরিহিত হইয়া উঠুন এবং আমাদের আদেশানুযায়ী এই মিশনকে পূর্ণ করুন যাহা আপনার প্রতি সোপর্দ করা যাইতেছে এবং ঐ মিশন এই যে قم فانذر আপনি প্রয়োজন মোতাবেক আপন মিশনে কার্যরত হউন এবং মানুষকে ডাকুন যে, খোদাতা'লা আপনাদিগকে আপন একত্বের প্রতি ডাকিতেছেন। খোদাতা'লা আপনাদিগকে আপন শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দিতেছেন। খোদাতা'লার এই আওয়াজ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন, এবং লাব্বায়েক বলুন। যদি আপনারা এরূপ না করেন, তবে তাঁহার গজব এবং শাস্তির পাত্রে পরিণত হইবেন।

অতঃপর বলেন, وربك فكبر আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা প্রতিষ্ঠিত করুন।

ইহাই ঐ পয়গাম, যাহা ইসলাম দুনিয়াতে আনয়ন করিয়াছে যে, খোদাতা'লার তৌহীদ, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার মহিমা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতঃপর বলেন, وثيابك فطهر ইহার জন্য দরকার যে এক পরিবেশ সৃষ্টি হউক এবং ঐ পরিবেশও হউক পবিত্র। ঐ পরিবেশ এমন সব মানুষ দ্বারা হউক, যাহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং খোদাতা'লা বলেন, رجال يحبون ان يتطهروا যাহারা শারীরিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার জন্য আমরা আপনাকে আদেশ দিতেছি যে, সর্বপ্রথম আপন পরিবেশ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন। তাহাদিগকে তবলীগ করুন। তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করুন। তাহাদের সামনে খোদাতা'লার গুণাবলী বর্ণনা করুন। তাহাদিগকে খোদাতা'লার দ্যুতি প্রদর্শন করুন। তাহাদিগকে বলুন যে, আপনাদের প্রভু কত মেহেরবান। কিন্তু যদি আপনি এই দিকে মনোযোগ না দিন, তবে শুনুন যে তাঁহার গজবও অতিশয় ভয়ানক! وثيابك فطهر এ শারিরীক, চারিত্রিক, এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া পবিত্র পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

رجز—والرجز فاهجر র অর্থ অপবিত্রতা, আজাব এবং শিরক্ও হয়। فاهجر এ আদেশ রহিয়াছে যে, এইগুলি হইতে দূরে থাকুন। অর্থাৎ আদেশ দিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকুন। এবং এমন উপকরণ পয়দা করিবার জন্য চেষ্টা করুন যে, দুনিয়াবাসী খোদাতা'লার আজাব হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদিগকে আমালে সালেহার পানে আহ্বান করুন। আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করুন এবং চেষ্টা করুন যেন তাহারা মানবীয় ভূতকে সেজদা করিবার পরিবর্তে আপন সৃষ্টি কর্তার দিকে অবনত হয় এবং তাঁহার এবাদত করে।

অতঃপর বলেন: ولا تمنن تستكثر من শব্দের এক অর্থত কর্তন করা। দ্বিতীয় অর্থ অনুগ্রহের বোঝা নিচে দাবাইয়া দেওয়া। تستكثر যেন এই কারণে মানুষ ইসলামে দাখিল হয় এবং ইসলাম সংখ্যা গরিষ্ট হয়।

উপরোক্ত উভয় অর্থই এখানে আরোপিত হইতে পারে। একটি এই যে, পার্থিব প্রলোভন দ্বারা কাহাকেও ইসলামের দিকে আহ্বান করিবেন না। কেননা, কাহারও প্রতি একমাত্র ইসলামের লেবেল

লাগানো যথেষ্ট নহে, ইসলামের প্রতি আরোপিত হওয়া যথেষ্ট নহে, যে পর্যন্ত না খোদাতা'লা যে পবিত্র পরিবর্তন আপন বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থলে দেখিতে চান ঐ পবিত্র পরিবর্তন পয়দা না হয়। দ্বিতীয় من অর্থ অসহযোগীতা করা। অর্থাৎ তাহাদের উপর বিভিন্ন প্রকার বাঁধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া, অথবা অত্যাচার করিয়া, অথবা জবরদস্তি তাহাদের প্রতি এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতেন না যাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের অন্তরে ইসলাম প্রবেশ না করে।

অতঃপর বলেনঃ ولربك فاصبر অর্থাৎ ইহাতে বিচলিত হইবেন না যে, মোখালেফগণ তাহাদের মোখালেফাত দ্বারা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে। কেননা, আপন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বাবস্থায় আপনাদিগকে সবুর করিতে হইবে।

ইহাতে প্রথম দিন হইতেই মুসলমানগণকে এক সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, এখন দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিজয়ী হইবে এবং যদি সেরাতে মুস্‌তাকীম হইতে পদস্খলিত হইয়া যাও, তবে অত্যাচার করিবার জন্যও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমরা তোমাদিগকে নসিহত করিতেছি যে, অত্যাচার করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে। বরং শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মোখালেফাতের কষ্টে সবুর দ্বারা কাজ লইতে হইবে। ইহা এই আয়েতের সাধারণ অর্থ।

কিন্তু আমি যেরূপ বলিয়াছি, আমার মনে ঢালা হইয়াছে যে, আমি জামাতকে অবগত করাইয়া দেই যে, আজ আমরা যে স্থানে দণ্ডায়মান এই স্থানের সহিত উপরোক্ত আয়াতের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ এই আয়াতে এক নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত আছে যাহা আমাদিগকে করা হইয়াছে এবং আমাদের জন্য কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যেদিকে এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই আয়াতে খোদাতা'লা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে জামাতে আহ্‌মদীয়া, যাহার বীজ বপন কার্য আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর হস্ত দ্বারা করাইয়াছিলেন। যাহার স্থায়ীত্বের জন্য প্রথম খেলাফৎ প্রতিষ্ঠীত করিয়াছিলেন, যাহার তরবিয়তের জন্য হযরত মোসলেহ মওউদ (রাজিঃ)-এর জিন্দেগীর প্রত্যেকটি পল এবং হুজুর (রাজিঃ)-এর রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দু উৎসর্গকৃত ছিল। এখন তোমরা المدثر। এর পদমর্যাদা গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা সাবালকত্বে পৌঁছিয়াছ এবং তাক্‌ওয়ার যে পরিচ্ছদের প্রয়োজন ছিল উহা তোমাদিগকে সরবরাহ করা হইয়াছে, সুতরাং তোমাদিগকে এখন সাবালকত্ব-পূর্ণ দৃষ্টভঙ্গী এবং সাবালকত্বপূর্ণ কার্যক্ষমতা দ্বারা কাজ লইতে হইবে। এমতাবস্থায় আমরা যে তোমাদিগকে আপন রহমত এবং ফজল দ্বারা তরবিয়তের এই মোকামে পৌঁছাইয়াছি আমাদের এই আওয়াজ শ্রবণ কর। قم فانذر দণ্ডায়মান হও, এবং দৃঢ়চিত্তে গ্রামে গ্রামে এবং দেশে দেশে ছড়াইয়া পড় এবং দুনিয়ার জাতি সমূহকে ইহা বল যে, খোদাতা'লার মসিহ্‌র আহ্বানে যদি তাহারা লাব্বায়েক না বলে, তবে তাহাদের প্রতি খোদাতা'লার গজব নাজিল হইবে।

বাহ্যতঃ দুনিয়া শান্তিতে আছে। দুনিয়াবাসী এই ধারণায় লিপ্ত যে, আমরা আপন চেষ্টা দ্বারা দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিব। কিন্তু খোদাতা'লা বলেন, দুনিয়াতে কোন নিরাপত্তা পরিষদ বা শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে গঠিত অন্য কোন কন্‌ফারেন্স কখনও সফলকাম হইবে না। কেননা, আকাশ ইহার সহিত একমত নহে এবং খোদাতা'লার দৃষ্টি হইতে মানব জাতি পতিত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং, দুনিয়াবাসীকে আমাদের এই কথা বলা ফরজ যে, তোমরা নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বংশের জন্য যদি শান্তিপূর্ণ জিন্দেগী অতিবাহিত করিতে চাও, তবে খোদাতা'লার আহ্বানে লাব্বায়েক বল এবং তাঁহার মসিহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন কর। খোদাতা'লার শরিয়তকে রদ করিও না। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-র উপর হাঁসি ঠাট্টা করিও না। হুজুর (সাঃ)-এর জোয়ালের নিচে নিজেদের গর্দান রাখ। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে শান্তিপূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে এবং তোমাদের পরবর্তী বংশ শান্তিপূর্ণভাবে এই দুনিয়াতে বসবাস করিতে পারিবে। নচেৎ নহে।

সুতরাং قم فانذر এ এই আদেশই নিহিত আছে এবং আমাদিগকে ইহা করিতে হইবে ইন্‌শাআল্লাহতা'লা। খোদাতা'লার এই আওয়াজে লাব্বায়েক বলিয়া আমাদিগকে স্ব স্ব জীবনের সর্বশেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের তবলীগের জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

وربك فكبر এ বলিয়াছেন, ভীতি প্রদর্শন এর কার্য তোমার প্রতি এই জন্য অর্পিত হইয়াছে এবং এই আদেশ এই জন্য প্রদত্ত হইয়াছে যে, আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার মহিমা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত কর। ইহাতে সুসংবাদেরও একটি দিক রহিয়াছে। কেননা, আমরা দেখিয়াছি যে, যখনই মুসলমান কোন বিজয় লাভ করে, তখন স্বয়ং সিদ্ধভাবে মুখ হইতে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি নির্গত হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জমানা হইতে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণের এই রীতি এবং এই অভ্যাসই প্রচলিত আছে যে, খোদাই সাহায্য দেখিলে তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এক ধ্বনি নির্গত হয় যাহা তাহাদের মুখ হইতে বোলন্দ হয় এবং আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় এবং ঐ ধ্বনি আল্লাহু আকবর ধ্বনি।

আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে ইঙ্গিতে ইহাও বলিয়াছেন, আমরা তোমাদের জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছি যে, তোমরা কালে কালে আল্লাহু আকবর ধ্বনি বোলন্দ করিবে। আলহামদুলিল্লাহে আলা জালিক।

وثيابك فطهر আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, তোমাদের কাপড় পবিত্র। কেননা, তাক্‌ওয়ার পরিচ্ছদ তোমাদিগকে পরানো হইয়াছে। কিন্তু ভয়ের বিষয়, এমন না হয় যে, শয়তানী ধারণা দখল দেয় এবং এই তাক্‌ওয়ার পোষাকে অপবিত্রতার এবং পাপের দাগ লাগিয়া যায়। যেরূপ হযরত নবী আকরম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন মানুষ কোন পাপ করে, তখন তাহার অন্তরে একটি কাল বিন্দু পতিত হয়। দ্বিতীয় পাপ করিলে দ্বিতীয় বিন্দু সংলগ্ন হয়। তৃতীয় পাপ করিলে তৃতীয় বিন্দু সংলগ্ন হয়। ঐ ব্যক্তি যদি দোয়া আস্তাগ্‌ফার ও কাকুতি মিনতি দ্বারা ঐ পাপ মিটাইবার জন্য চেষ্টা না করে, তবে ঐ বিন্দু সমূহ কায়েম থাকে। বরং বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমনকি সারা অন্তঃকরণ কাল হইয়া যায়। ইহারই প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে وثيابك فطهر বাক্যে যে, তাক্‌ওয়ার পোষাকের পবিত্রতা রক্ষা করা তোমাদের ফরজ। অর্থাৎ তরবিয়তের যে মোকামে তোমরা দণ্ডায়মান, ঐ মোকাম হইতে পতিত হইও না। বরং চেষ্টা কর যেন আরও বোলন্দ মোকামে উপনিত হও এবং হামেশা বোলন্দ হইতে বোলন্দ মোকামে পৌঁছিতে থাক।

এই আয়াতে আমাদিগকে এই রহস্যও অবগত করান হইয়াছে যে, তোমরা আপন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করিতে থাক। ঐ পরিবেশ, যাহা কাপড়ের ন্যায় তোমাদের সহিত জড়িত। তোমরা ইহার অভ্যন্তরে কোন অপবিত্রতার প্রবেশ কখনও বরদাশ্‌ত করিও না। বরং যখনই তোমাদের দৃষ্টিপথে কোন প্রকার ফাঁক পরিদৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ ইহা বন্ধ করিয়া দিবে। অথবা

কোন প্রকার শারীরিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক আবর্জ্জনা পরিদৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহা দূর করিবার চেষ্টাতে লাগিয়া যাইবে। যদি তোমরা চালাক হইয়া আপন পরিবেশ পবিত্র রাখ, তবে আল্লাহ্‌তা'লা ও আপন বরকত দ্বারা তোমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন।

অতঃপর বলেন, و الرجز فاهجر এবং অপবিত্রতাকে দুনিয়া হইতে একেবারে মিটাইয়া ফেল। কেননা, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দুনিয়া ধ্বংশের দিকে যাইতেছে—এবং শান্তির মাত্র একটি উপায়ই আছে। উহা এই যে, শান্তির শাহ্‌জাদার পতাকাতলে সমবেত হওয়া। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করা। তাহারা হুজুর (আঃ)-কে মান্য করে এবং হুজুর (আঃ)-এর হেদায়েত অনুযায়ী এই ইসলামের উপর আমল করে, যাহা খাটী ইসলাম এবং যাহা হযরত নবী আকরম (সাঃ) দুনিয়ার মঙ্গলার্থে এবং উপকারার্থে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং و الرجز فاهجر এর অর্থ হইল এই যে, আপনি দুনিয়াবাসীর সংশোধন এই রঙ্গে করুনঃ আপন চরিত্র দ্বারা। আপন দলিল প্রমাণ দ্বারা। আপন দোয়া মঞ্জুরীর নিদর্শন দ্বারা এবং ঐ সমস্ত আসমানী নিদর্শন দ্বারা, যাহা খোদাতা'লা আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন যে, তাহারা আপন প্রভূকে চিনিতে থাকে এবং ঐ আজাবে পতিত না হয়; অন্যথায় যাহা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

و الرجز فاهجر বাক্যের তৃতীয় অর্থ এই যে, শির্‌ক্ হইতে বাচিয় থাক। এক শির্‌ক্‌ত মূর্তি পূজা করা। এই শিরক-এ নেহায়েত জাহিল ব্যক্তি বা জাহিল জাতি ব্যতীত অন্য কেহ লিপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু শির্‌ক্ এর অনেক সুক্ষ্ম রাস্তাও রহিয়াছে। এইগুলি হইতে বাচিয়া থাকাও নেহায়েত দরকার। আসল কথা ইহাই যে; যে পর্যন্ত আমরা শুধু لا شئ (অস্তিত্ববিহীন) হইয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তা'লার আস্তানায় অবনত না হই, এবং তাঁহার হুজুরে পতিত না হই, সে পর্যন্ত আমরা তৌহীদের প্রকৃত মোকামে দণ্ডায়মান হইতে পারি না।

আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়েতে বলিয়াছেন যে, শির্‌ক্-এর সূক্ষ্মতম রাস্তা হইতেও বাচিয়া থাক। আর ইহার মোকাবেলায় তাক্‌ওয়ার সূক্ষ্মতম রাস্তায় পদ চালনা কর। তোমাদের মনোভাব সর্ব প্রকার শির্‌ক্ হইতে পবিত্র হউক। তোমাদের অন্তঃকরণ সর্ব প্রকার শির্‌ক্-এর আবর্জ্জনা হইতে নির্মল হউক, এবং তোমাদের নয়ন যুগলে তৌহীদের দীপ্তি, ইহার কিরণ এবং ইহার জ্যোতিঃ হউক, এবং তোমাদের কার্যাবলী তৌহীদের দিকে আহ্বানকারী হউক, এবং তোমাদের অভ্যন্তর হইতে এমন নুর প্রবাহিত হউক যে, যে পরিবেশের মধ্যেই তোমরা চলিয়া যাও ঐ পরিবেশের মানুষ তোমাদের দিকে এইজন্য আকর্ষিত হইয়া চলিয়া আসে যে, তোমরা তাহাদিগকে খোদাতা'লার সহিত পরিচয়কারী।

সুতরাং ছোট শিরক্ হউক বা বড়, আভ্যন্তরিন হউক বা প্রকাশ, সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার শির্‌ক্ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কেননা, ইহা ব্যতিত আজ দুনিয়ার মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

و لا تمنن تستكثر আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবঃ—মোযেযা সমূহ দ্বারা। নিদর্শন সমূহ দ্বারা। দোয়ার মঞ্জুরী দ্বার এবং ফেরেশতাগণের অবতরণ দ্বারা, যাহারা দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলা রোধ করিতেছেন এবং মানুষের হৃদয়কে খোদাতা'লার প্রতি, খোদাতা'লার প্রিয় রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি, মসিহ্ মোহাম্মদীর প্রতি এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতি ফিরাইতেছেন। সুতরাং এমন অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে যে, দুনিয়াবাসীকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আহ্‌মদীয়ত এবং ইসলাম এমন সত্য, যাহা তাহাদিগকে আপন মঙ্গলার্থে সর্বপ্রকার মূল্য দ্বারা গ্রহণ করা কর্তব্য। তারপর তোমরা হযরত মসিহ্

মওউদ (আঃ) এবং হযরত মোসলেহ মওউদ (রাজিঃ)-র তফসির দ্বারা এমন সব দলিল প্রাপ্ত হইয়াছ যেগুলি দুনিয়ার কোন বুদ্ধিই রদ্ করিতে পারে না। তোমাদিগকে যখন সর্বপ্রকার নিদর্শন ও দলিল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহার অর্থ এই যে, কৃতকার্যতা এবং বিজয়ের চাবি তোমাদের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য কোন প্রকার খোশামদ, প্রলোভন, অথবা জবর দস্তি দ্বারা কাহাকেও মুসলমান করা তোমাদের দরকার নাই।

لا تمنن تستكثر و বাক্য দ্বারা ধর্মীয় আজাদী এবং চিন্তার আজাদী এমন সুন্দর ও সৌজন্যের সহিত স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই নিয়তে অনুগ্রহ করা যে আমার অনুগ্রহে প্রভাবান্বিত হইয়া কেহ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করুক, বৈধ নহে। তদ্রূপ জবরদস্তি করাও বৈধ নহে যে, এমতাবস্থা সৃষ্টি করা হউক, যাহাতে কোন ব্যক্তির পক্ষে কলেমা পাঠ করা ব্যতিত অন্য উপায় না থাকে। যেরূপ আজ-কালকার খবরে জানা যায় যে, হিন্দুগণ কাশ্মীরে মুসলমানগণকে শুদ্ধি করিবার মহোত্সবও আরম্ভ করিয়াছে। সর্বপ্রকার অত্যাচার চালু করা হইয়াছে। স্বামীগণকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণের প্রতি চাপ দেওয়া হইতেছে। সন্তানগণকে শহীদ করিয়া পিতামাতাকে বাধ্য করা হইতেছে যে, হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কর।

ইসলাম ইহা কখনও পছন্দ করে না। বরং ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইসলামে যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহাকে খোদাতা'লার শাস্তি এবং গজবের পাত্র বলিয়া অভিহিত করে। আল্লাহ্ তালা বলেন, لا تمنن কাহারও উপর কোন প্রকার জবরদস্তি করিবে না, এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাদের সংখ্যাধিক্য লাভ হয়।

فاصبر لربك আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে জামাতে আহমদীয়া! আমরা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিব যে, তোমরা অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত হইবে। কিন্তু নসিহত করিতেছি যে, প্রতিশোধও গ্রহণ না করা এবং فاصبر لربك আপন প্রভুর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্য সবুর দ্বারা কার্যোদ্ধার করা।

আমি জামাতকে এই কথাও বলিতে চাই যে, আগামী ২৫।৩০ বৎসর জামাতের জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ কাল। কেননা, দুনিয়াতে এক মস্ত বড় আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিবে। আমি বলিতে পারি না যে, উহা কোন্ ভাগ্যবান জাতি, যাহা সম্পূর্ণরূপে অথবা জাতির অধিকাংশ লোক আহমদীয়তে প্রবেশ লাভ করিবে। উহা আফ্রিকাতে হইবে, অথবা দ্বীপপুঞ্জে, অথবা অন্য কোন এলাকাতে সংঘটিত হইবে। কিন্তু আমি পূর্ণ বিশ্বাস এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি যে, ঐ দিন দুর নহে যখন দুনিয়াতে এমন সব দেশ এবং এলাকা পাওয়া যাইবে যেখানকার অধিকাংশ লোক আহ্মদীয়ত গ্রহণ করিবে, এবং তথাকার রাষ্ট্রীয় শক্তি আহ্মদীয়তের হস্তে থাকিবে। খোদাতা'লা বলেন, যখন আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা আপ্যায়িত করিব তখন তোমাদের ফরজ হইবে যে, তোমরা মানব জাতির সহিত নম্রতা ও মহব্বতের সহিত ব্যবহার কর এবং তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত দুঃখ কষ্ট খোদাতা'লার জন্য সহ্য কর। যদি তাহাদের মুখ হইতে কর্কশ বাক্যাবলী নিঃসৃত হয়, যদি তাহারা অনর্থক কার্যকলাপ করে, যদি তাহারা তোমাদিগকে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করে, তবে তাহাদের কৃত যাবতীয় অপকর্ম প্রতিরোধ করিবার শক্তি তোমাদের থাকা সত্ত্বেও আমরা তোমাদিগকে ইহাই বলি যে, আমাদের সন্তুষ্টির জন্য তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।

সুতরাং আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাঁহার আশিস সমূহ লাভ করিবার জন্য, তাঁহার রহমতকে নিজের মধ্যে শোষণ করিবার জন্য প্রয়োজন যে, তোমরা ধৈর্য দ্বারা কার্যোদ্ধার কর। হাঁসি ঠাট্টার মোকাবেলায় হাঁসি ঠাট্টা, এবং অত্যাচারের মোকাবেলায় অত্যাচার করিবে না।

যেহেতু ঐ সময় সন্নিকট, এই জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় তাগিদ করিয়া বলিতেছি যে, যখন কোন জাতির প্রতি বড় রকমের নেয়ামত নাজিল হইতে থাকে, তখন ঐ জাতিরও বড় রকম কোরবাণী করিতে হয়।

সুতরাং আপন নফ্‌স্‌কে এই কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত কর। আপন তবিয়তকে এই দিকে আসক্ত কর যে, আহমদীয়তের জন্য, ইসলামের জন্য, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহব্বত মানবজাতির অন্তরে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য, সর্বশক্তিমান খোদাতা'লার মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কোন প্রকার কোরবাণী করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিব না।

আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন দৌলত, আমাদের মান-ইজ্জৎ, সব কিছুই খোদাতা'লার জন্য এবং খোদাতা'লার রাস্তায় কোরবান করিবার জন্য প্রস্তুত।

যদি আমাদের জামাত বিনয় এবং আত্মোৎসর্গের এই নমুনা প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা এই জামাতকে এমন পার্থিব এবং ধর্মীয় আশিস দ্বারা আপ্যায়িত করিবেন যে, দুনিয়াবাসীর জন্য প্রাথমিক যুগের কীর্তি কলাপের স্মরণ পুনরায় তাজা হইবে।

এই মাত্র জনাব মৌঃ গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী (রাজিঃ)-র ঐ কাশ্‌ফ্‌ আমার স্মরণ হইল, যাহাতে তাঁহাকে ২।৩ শত বৎসর পরবর্তী কালের দৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কাশ্‌ফে তাঁহাকে দেখান হইয়াছে যে, পরবর্তীকালে আগমনকারী মানুষ পরস্পর আলাপ করিতেছে এবং বলিতেছে যে, কত বোকা ছিল ঐ সমস্ত মানুষ, যাহারা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর জমানায় পয়দা হইয়াছিল এবং হুজুর (আঃ)-কে মান্য করে নাই।

এতবড় সত্যতা, এত রওশন এবং সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ, খোদাই সাহায্যের এত প্রস্ফুটিত নমুনা দেখিবার পরও তাহারা মসিহে মোহাম্মদীকে (সাঃ)-গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। আসল বিষয় এই, পরবর্তীকালে আগমনকারী বংশধরগণ অস্বীকারকারীগণকে খুবই আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছিল।

ইহা একটি মূলতত্ত্ব যাহা অস্বীকার করা যায় না, এবং ঐ সময় সন্নিকট, যখন মানুষ প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীকে অস্বীকার করাকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিবে। যদ্যপি হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) আপন বিজয়, কৃতকার্যতা এবং সাহায্যের সর্বশেষ সময় তিন শত বৎসর বলিতেছেন, কিন্তু হুজুর (আঃ)-এর কোন কোন কাশ্‌ফ্‌ এবং ইলহাম বলে যে, ঐ আখেরী বিজয় যাহাতে ইসলাম বিশ্বব্যাপি বিজয়লাভ করিবে হয়ত কিছু বিলম্বে সংঘটিত হইবে। এই আগামী ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে কোন কোন দেশ এবং এলাকাতে আহ্‌মদীয়তকে সংখ্যা গরিষ্টতা লাভ হইবে; ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এবং ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ নিজ নিজ জীবন আহ্‌মদীয়তের শিক্ষা, অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম মোতাবেক নির্বাহকারী হইবে। কিন্তু এই মহান বিপ্লব যাহা দ্বারে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনাদিগকে বড় কোরবানী করিতে হইবে।

সুতরাং আমাদিগকে ঐ কোরবানী পেশ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। খোদাতা'লা আপন ফজলের বৃষ্টিধারা আপনাদের প্রতি বর্ষাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু তিনি ইহা দেখিতে চান যে, আপনারা উহার অধিকারী কি না।

খোদাতা'লা আপনাদিগকেও এবং আমাকেও এমন করুন যে, আমরা তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার পুরস্কার এবং ফজল প্রাপ্তির উপযুক্ত হই এবং আমাদের জীবিতাবস্থায় আমরা স্বচক্ষে খোদাতা'লার প্রতিজ্ঞা শীঘ্রই পূর্ণ হইতে দেখি যে, দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিতে যাহারা তিরস্কৃত হইয়াছিল তাঁহারাই দুনিয়াতে গ্রহনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আল্লাহুম্মা আমীন।

[আলফজল, ৯ই জানুয়ারী ১৯৬৬ ইং]

অনুবাদক—আহ্‌সানুল্লাহ্‌ সিকদার

★

॥ হাদিসুল মাহ্‌দী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার পুস্তকের প্রথম ভাগে হযরত মসিহে মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাহদী হইবার দাবী খণ্ডন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ১ম ভাগে মাহদী হওয়ার দাবী খণ্ডন হয় নাই। আচ্ছা দেখা যাক, মসিহ হইবার দাবী সম্বন্ধে কিছু করা যায় কি না? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানেও মৌলানা সাহেব সোজা পথে না গিয়া কুটীল পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

কারণ মসিহে মওউদ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের আকীদা—বনী-ইস্রায়ীলের মসিহ্ সশরীরে আসমানে উঠিয়া গিয়া এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং আখেরি জমানায় তিনিই আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন। অতএব মৌলানা সাহেবের পক্ষে প্রথমে উচিৎ ছিল, বনী-ইস্রায়ীলের হযরত ইসা (আঃ) যে এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং সশরীরে আসমানে উঠিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করা। কারণ বনী-ইস্রায়ীলের হযরত ইসা (আঃ)-এর এখন পর্যন্ত আসমানে জীবিত থাকা এবং পুনরায় সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসা প্রমাণ হইলে আর কোন তর্কই বাকী থাকে না এবং আর কাহারও মসিহে মওউদ হইবার দাবী টিকিতেই পারে না। আর মৌলানা সাহেবদিগকেও জয়ীফ, পরস্পর বিরোধী ও অসম্পর্কিত রেওয়ায়েতের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশির মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

কিন্তু মৌলানা সাহেব এখানে বনী-ইস্রায়ীলি হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা প্রমাণ না করিয়াই কাদিয়ানের আবির্ভূত মহাপুরুষ মসিহে মওউদ হইতে পারেন কি-না আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, আমিও মৌলানা সাহেবের এই প্রসঙ্গে পেশ-করা রেওয়ায়েতগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। وباالله التوفيق

রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও মসিহে মওউদ (আঃ)

১নং হাদীস

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقرءوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته (متفق عليه)

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যাঁহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি,

অচিরে তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে-মরিয়ম নাজেল হইবেন—ন্যায়-বিচারক মিমাংসাকারী রূপে, তৎপর তিনি শূকর হত্যা করিবেন, জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, এমন ভাবে মাল দান করিবেন যাহা কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন কি, একটি সেজ্‌দা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে। তৎপর হযরত আবুহুরায়রা বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে কোরানের এই আয়াতটি পাঠ করিতে পার,—"প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্বে।"

আমরা এই হাদীসে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কথার প্রতি চিন্তাশীল পাঠকের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইবনে মরিয়ম

এই হাদীসের একটি কথা—"ইবনে-মরিয়ম"। ইবনে-মরিয়ম 'নাজেল' হইবেন এই কথা দ্বারা বনী-ইস্রায়ীল জাতির ইবনে-মরিয়ম যিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে গত হইয়াছেন তাঁহার কথা বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, কোরান শরীফে অতি পরিষ্কার ভাবেই বনি ইস্রায়ীলের পয়গম্বর হযরত ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, এবং মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন কোরান শরীফের শিক্ষার বিরুদ্ধ। তবে উল্লিখিত হাদীসে আঁ-হযরত (সাঃ) ইব্‌নে-মরিয়ম বলিতে কি মনে করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। যথা—

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من بنی ادم مولود الا یمسه الشیطان حین یولد فیستهل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنها (متفق علیه)

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম ছাড়া সমস্ত বনী-আদমকেই জন্মিবার সময় সয়তানে স্পর্শ করে, এইজন্য সে চীৎকার করিয়া উঠে।"

এই হাদীসে স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সয়তানের স্পর্শ হইতে যাহারা পবিত্র, এই রকম সমস্ত নেক লোককেই মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। নতুবা সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে, নাউজুবিল্লাহ, তাঁহারাও সয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। এমন কি, নাউজুবিল্লাহ, নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ও সয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং 'মরিয়ম' ও ইবনে-মরিয়ম' বলিতে আঁ-হযরত (সাঃ) যে কেবল ইস্রায়ীলি মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম মনে করেন নাই, বরং প্রত্যেক নেক লোক মনে করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাকারী আল্লামাগণও এই অর্থই করিয়াছেন। যথা—

আল্লামা জমখসরী লিখিয়াছেন—

ان المراد من عیسی وامه کل رجل تقی کان علی صفتهما وکان من المتورعین المتقین -

"এই হাদীসে মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম শব্দের অর্থ—প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি যাঁহারা মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়মের গুণে গুণান্বিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান।"

এরশাদুছছারী, সরহে বুখারী, ৭ম জিল্‌দ, ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

نقل العینی ان القاضی عیاضا اشار الی ان جمیع الانبیاء یشارکون عیسی علیه السلام فی ذالك قال القرطبی هو قول مجاهد وقد طعن الزمخشری فی معنا هذا الحدیث وتوقف فی صحته فقال ان صح فمعناه ان کل مولود

يطمع الشيطان فى اغوائه الا مريم و ابن مريم فانهما كان معصومين و كذالك كل من كان على صفتهما لقوله تعالى الا عبادك منهم المخلصين استثنا له صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كان يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن اغويته -

"আল্লামা আয়নী নকল করিয়াছেন, কাজি এয়াজ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সমস্ত নবিগণই এই নামে ঈসা (আঃ)-এর শরীক; কারতবী বলিয়াছেন যে, মুজাহিদও এই অর্থই করিয়াছেন। জমখসরী এই হাদীসের অর্থের উপর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীস এই অর্থ ছাড়া সহী হইতে পারে না যে, মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম এবং তাহাদের গুণে গুণান্বিত প্রত্যেক নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের উপর সয়তান গুমরাহ করিবার জন্য লোভ করে—যেহেতু আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, "মুখলেছ নেক বান্দাদের ছাড়া…।" সন্তানের চিৎকার করিয়া উঠা সয়তানের লোভ করার কাল্পনিক চিত্র, যেন সয়তান সন্তানটিকে স্পর্শ করিয়া হাত মারিয়া বলে যে, আমি ইহাকে ভ্রষ্ট করিব।"

'আত্তায়ছীর সর্‌হে জামে ছাগীর' কিতাবে লিখিত আছে—

و ما جاء فى الحديث المذكور من ذكر عيسى و امه فالمراد هما ومن معناهما -

অর্থাৎ—"উল্লিখিত হাদীসে হযরত ইসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা ও তাঁহাদের গুণ-বিশিষ্ট সমস্ত লোক-দিগকে মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।"

তোজিহ কিতাবের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

يستعار لعالم فقيه لفظ ابى حنيفة -

অর্থাৎ—"আবুহানিফা শব্দটিও প্রত্যেক ফকীহ, আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তির জন্য রূপক ভাবে ব্যবহার হয়।"

ঠিক এই রকম মরিয়ম ও ইবনে-মরিয়ম শব্দ-ও আঁ-হযরত (সাঃ) প্রত্যেক নেক, মুত্তাকী এবং সয়তানী ধোকা হইতে পবিত্র ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আমাদের আলোচ্য হাদীসে-ও ইবনে-মরিয়ম শব্দ "তাঁহার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি" অর্থে ইমাম মাহদীর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। মুসনাদ ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়—

يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ما ما مهديا - (مسند امام احمد حنبل)

'অচিরেই তোমাদের মধ্যে ইবনে-মরিয়ম ইমাম মাহদী হইয়া আসিবেন ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী রূপে।'

অতএব আলোচ্য হাদিসেও যে আঁ-হযরত (সাঃ) ইবনে-মরিয়ম বলিতে ইমাম মাহদীকেই মনে করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের ইস্রায়িলী ইসা (আঃ)-কে এই হাদীসের মধ্যে টানিয়া আনা মস্ত বড় মারাত্মক ভুল। এই ভুল করিয়া মৌলবী মৌলানাগণ ইসলামের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।

ইয়ান-জেলু

এই হাদীসের আর একটি শব্দ— ينزل 'অবতীর্ণ হইবেন।' এই শব্দ দ্বারা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব 'আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন' বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও আর এক মারাত্মক ভুল। نزول 'নজোল' শব্দ দ্বারা সব সময়ই উপর হইতে সশরীরে নীচে নামা বুঝায় না। কোরান শরীফে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এই 'নজোল' শব্দই ব্যবহার হইয়াছে :—

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلوا عليهم ايات الله (سوره طلاق)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি জিক্‌রকারী রসুল পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত সকল পাঠ করেন।'

কোরআন শরীফে লৌহ ও পোষাক সম্বন্ধেও 'নজোল শব্দই ব্যবহার হইয়াছে ঃ—

انزلنا الحديد (حديد)

"আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি।"

انزلنا عليكم لباسا (اعراف)

"আমি তোমাদের নিকট পোষাক অবতীর্ণ করিয়াছি।"

অতএব 'নজোল' শব্দদ্বারা সব সময়ই আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝিবার কোন কারণ নাই। উপরোক্ত আয়াতগুলি হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে নাজেল করিয়াছেন; তদ্রূপ লৌহ এবং পোষাক ইত্যাদি বস্তু সমূহকেও আল্লাহ্‌তালা নাজেল করিয়াছেন। কিন্তু সকলই জানেন এই সকল বস্তু এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-ও সশরীরে আস্‌মান হইতে নামিয়া আসেন নাই।

অতএব হযরত মসিহে মওউদ সম্বন্ধে নজোল শব্দ দেখিলেই আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝা মস্ত বড় ভুল।

'হাকামান আদালান'

এই হাদীসের আর একটি বাক্য حكما "হাকামান। ইহার অর্থ মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। তিনি এই অর্থ করিয়া সর্বসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মসিহে মওউদ (আঃ) 'বাদশাহ, হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব حاكم 'হাকেম' ও حكم 'হাকাম' এই দুই শব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই।

মুফ্‌রাদাতে রাগেব مفردات راغب নামক কোরান শরীফের আরবী অভিধানে লিখিত আছে—

فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وانما قال حكما ولم يقل حاكما تنبيها ان من شرط الحكمين ان يتوليا الحكم عليهم ولهم حسبما يستصوبانه من غير مراجعة اليهم في تفصيل ذالك ۔

অর্থাৎ—"কোরান শরীফের উক্ত আয়াতে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় দুই পক্ষ হইতে দুইজন সালিশ নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে সেইখানেই 'হাকাম' ব্যবহার হইয়াছে, 'হাকিম' ব্যবহার হয় নাই, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, উভয় 'হাকাম'ই যেন স্বামী-স্ত্রীকে বিস্তৃত কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান-মত স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মীমাংসা করিতে পারেন।

অতএব কোরান শরীফের এই আয়াতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটাইবার জন্য উভয় পক্ষ হইতে যে দুইজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত হইবার কথা আছে ইহা দ্বারা এবং মুফরেদাতে-রাগেবের গবেষণা দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'হাকাম' শব্দের অর্থ বাদশাহ নয়, বরং পরস্পরের ঝগড়া মিটাইবার মীমাংসাকারী সালিশ।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-সম্বন্ধে যে 'হাকাম' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে ইহা দ্বারা হযরত মসিহে মওউদ বাদশাহ হইবেন বুঝায় না, বরং ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি মোসলমানদের আপোষের মত-বৈষম্য সম্বন্ধে মীমাংসা করিবেন।

অতএব তাঁহার আগমনের একটি লক্ষণ, তিনি এমন সময় আসিবেন, যখন মোসলমানদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঘোর মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে। এমন মত-বৈষম্য যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মীমাংসাকারী না আসিলে এই ঝগড়া মিটবার কোন উপায়ই থাকিবে না, প্রকৃত ইসলামকে বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

বস্তুতঃ মোসলমানদের মধ্যে মত-বৈষম্য আমাদের এই বর্ত্তমান জমানায় যে জঘন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, এই জঘন্য প্রকৃতির ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মীমাংসাকারী মসিহে মওউদ আসিবার ইহাই নির্ধারিত সময়।

'হাকাম' শব্দের অর্থ বাদশাহ মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেক নবীই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ধর্ম সম্বন্ধীয় ঝগড়ার মীমাংসা করিতে আসেন ঃ—

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (بقرة)

"মানুষের মধ্যে যে মত-বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসার জন্যই আল্লাহ্‌ নবী পাঠাইয়া থাকেন।" কিন্তু প্রত্যেক নবীই ত আর বাদশাহ হন নাই, মসিহে মওউদ সম্বন্ধে 'হাকাম' শব্দ দেখিয়াই বাদশাহ মনে করা মস্ত বড় অন্যায়।

ইয়াক্‌সেরুস্‌সলিবা—ক্রুশ ধ্বংস করিবেন

মসিহে মওউদ (আঃ) ক্রুশ ধ্বংস করিবেন— يكسر الصليب। এই কথার অর্থ, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব করিয়াছেন—"ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন"—অর্থাৎ কাঠের, সোনার বা চান্দির ক্রুশগুলি পাদরী সাহেবদের গলা হইতে ছিনাইয়া লইয়া বা গীর্জ্জার প্রাচীর কিংবা উচ্চ চূড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।

মৌলানা সাহেবের এরূপ হাস্যকর অর্থ দেখিয়া হাসিও যেন লজ্জা পায়। হাতে হাতুড়া লইয়া কতক-কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত ক্রুশ ভাঙ্গা কি আল্লার একজন নবীর কাজ? দুনিয়ার সমস্ত পাদ্রীদের গলা হইতে ছিনাইয়া আনিয়া গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় সিড়ি লাগাইয়া ক্রুশগুলি নামাইয়া আনাইয়া ক্রুশ ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িলে সমস্ত দুনিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে হযরত ইসা (আঃ)-এর জীবনে কুলাইবে কি-না' আর সমস্ত দুনিয়ার যাবতীয় ক্রুশ ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করা সম্ভব হইলেও ইহাতে কি লাভ হইবে? আবার কি খ্রীষ্টানগণ বানাইতে পারিবে না? ইত্যাদি বিষয় মৌলানা সাহেব চিন্তা করেন নাই।

ক্রুশ ভাঙ্গার প্রকৃত অর্থ মৌলানা সাহেবের মাথায় ঢুকে নাই। আল্লামা আইনী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

قال الطيبى يريد بقوله يكسر الصليب ابطال النصرانية والحكم بشرع الاسلام قلت فتح هذا من فيض الالهى وهو ان المراد من كسر الصليب اظهار كذب النصارى -

'তিবী বলিয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ) ক্রুশ ধ্বংস করা, খ্রীষ্টান ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা এবং ইসলামি হুকুম জারী করা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; আমি বলিতেছি, আল্লার অনুগ্রহে হাদীসের এই অর্থ উদঘাটিত হইয়াছে যে, ক্রুশ ধ্বংস অর্থ—খ্রীষ্টান ধর্মের অসত্যতা প্রকাশ করা।"

কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবই ক্রুশ ভাঙ্গার এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া জবরদস্তি করিয়া পাদ্রীদের গলা হইতে আর গীর্জ্জা হইতে ধাতব ক্রুশ ভাঙ্গার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা কোরান শরীফের শিক্ষারও বিরোধী— "لا اكراه فى الدين" ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই।

তারপর আমি পাঠকের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, এই হাদীসের মর্ম অনুসারে বুঝা যাইতেছে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের নির্ধারিত সময় হইতেছে যখন খ্রীষ্টানি প্রভাব সমগ্র দুনিয়াতে ছড়াইয়া পড়িবে।

অতএব আজ সমগ্র দুনিয়াতে খ্রীষ্টানি প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয় ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ আসিবার নির্ধারিত সময় ইহাই।

ইয়াকতুলুল খিঞ্জির

হাদীসের এই কথার অর্থও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব করিয়াছেন, "শূকরগুলি হত্যা করিবেন।"

তাঁহার মতে হযরত ইসা (আঃ) আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া শূকর মারার কাজে লিপ্ত হইবেন। একদল শিকারী কুত্তা তাঁহার সঙ্গে রাখিবেন কি না শূকরগুলি তাড়াইয়া আনিবার জন্য, তাহা মৌলানা সাহেব বয়ান করেন নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন যে, হযরত ইসা (আঃ) নিজেই নেজা ও বল্লম হাতে করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূকর মারিয়া বেড়াইবেন। তবে দুনিয়ার যাবতীয় শূকর বধ করা তাঁহার জীবনে কুলাইবে কি না? তাহা চিন্তার বিষয় বটে। আর যদি সারা দুনিয়ার যাবতীয় শূকর বধ করিয়া একেবারে নিঃশেষ করিতে না পারেন তাহা হইলে দুই চারিটা বা দুই চারি হাজার বা দুই চারি লাখ শূকর মারিয়া তিনি দুনিয়ার কি ইষ্টসাধন করিবেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। আমাদের মনে হয় শুধু শূকর মারিয়া তিনি কি করিবেন? সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঘ ভল্লুক ইত্যাদি অন্যান্য বন্য হিংস্র জন্তুগুলি বধ করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে জগতের কিছু উপকার হইত।

আর ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, যে-মহান কাজের জন্য আল্লার এক প্রিয় নবী আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ আশায় বসিয়াছেন, এত বড় নেকীর কাজ যদি মৌলানা সাহেবগণ এখন হইতেই আরম্ভ করিয়া দেন এবং ইসা (আঃ) আসিতে আসিতে এই কাজের অনেকটা আগাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা হযরত ইসা (আঃ)-এর বেশী প্রিয় ও সাহায্যকারী হইবেন।

মৌলানা সাহেবগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র বাক্যের এইরূপ বিকট অর্থ করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাক্যের যে কিরূপ অবমাননা করিতেছেন তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

انا لله و انا اليه راجعون -

আল্লাহ্‌তালা এই আখেরি জমানার অনেক ব্যবসায়ী মৌলানা মৌলবীদিগকে এতটুকু সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন যে, তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, অবস্থাভেদে ও কর্তার মর্য্যাদাভেদে একই কর্ম ও ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ হয়।

গুরু মহাশয় ঐ গাধাটাকে আজ খুব পিটিয়াছিলেন, আর ধোপা আজ তাহার গাধাটাকে খুব পিটিয়াছিল—এই দুই জায়গায় গুরু মহাশয়ের গাধা পিটা আর ধোপার গাধা পিটা যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা বুঝিবার জন্য খুব বেশী বিদ্যা বা বুদ্ধির দরকার করে না। এতটুকু কথাও যে এই জমানার আলেমগণ বুঝিতে পারেন না তাহা দেখিয়া মনে হয় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাক্য 'আখেরি জমানায় এল্‌ম উঠিয়া যাইবে" পূর্ণ হইয়াছে।

ডোম ও মেথরের শূকর বধ, আর একজন আল্লার নবীর শূকর বধ এক অর্থে ব্যবহার হয় নাই, অন্ততঃ এই মোটা কথাটা মৌলানা সাহেবদের বুঝা উচিৎ ছিল। যাহা হউক—এখন আমি পাঠক ও মৌলানা সাহেবের দৃষ্টি এই হাদীসের 'শূকর বধ করিবেন' কথার প্রকৃত অর্থের দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার পবিত্র কালাম কোরান মজিদে বলিয়াছেন ঃ—

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير -

"তুমি বল আমি এদের চেয়েও নিকৃষ্টতর লোকের কথা তোমাদের কাছে বলিব, যাহার উপর আল্লার অভিশাপ ও গজব পড়িয়াছে, এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্য হইতে শূকর ও বানর করিয়া দিয়াছেন।" (মায়দা)।

তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড—৫৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

المروى عن مجاهد انه تعالى مسخ قلوبهم بمعنى الطبع و الختم لا انه مسخ صورهم و هو مثل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا ونظيره ان يقول الاستاذ للمتعلم البليد الذى لاينجع فى تعليمه كن حمرا -

"মুজাহিদ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তা'লা মোহর করিয়া ও রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের মন পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের আকৃতি পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আল্লার এই কথার মত—যেমন, তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "ঐ গাধার মত, যে কিতাবের ভার বহন করে"; আর ইহার দৃষ্টান্ত এই রকম—যেমন, কোন শিক্ষক তাঁহার অকৃতকার্য ভূতা ছাত্রকে গাধা বলে।"

সুতরাং কখনও কখনও আল্লাহ ও মানবের বাক্যে মানুষকেই জন্তু-বিশেষের নাম দেওয়া হয়; দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় এই রকম বহু প্রচলন আছে।

তবুও আমাদের প্রতিপক্ষীয় মৌলানা সাহেবগণ হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর 'শূকর বধ' বন্য শূকর বধ করা অর্থে মনে করিয়াছেন। আল্লার একজন নবী আসিয়া বন্য শূকর বধ কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে?

ঐশী ভাষায়ও 'শূকর বধ' অর্থ দুষ্ট লোকই হইয়া থাকে।

কিতাবুল ইসারাত, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

من راى انه يقاتل خنزيرا فانه ينازع رجلا دنيا لا خير فيه -

"কেহ যদি শূকর বধ করিতেছে স্বপ্নে দেখে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি এই রকম কোন দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিবে, যাহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই।"

'মুস্তাখাবুল কালাম' কিতাবের ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

الخنزير - رجل ضخم موسر فاسد الدين و خبيث المكسب قوى ذريد كافر او نصراني شديد الشوكة -

অর্থাৎ, "শূকর অর্থ মোটা, অবস্থাপন্ন, বিধর্মী ও দুষ্ট ব্যবসায়ী, অপবিত্র, শক্তিশালী কাফের অথবা প্রতাপশালী খ্রীষ্টান।"

অতএব আলোচ্য হাদীসে মসিহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া শূকর প্রকৃত-বিশিষ্ট কতিপয় দুষ্ট লোকদিগকে অলৌকিক ভাবে হত্যা করিবেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌তা'লা এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের আর্য্য সমাজের পণ্ডিত লেখ্‌রাম, পাদ্রী আবদুল্লা আথাম, আমেরিকার ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডুই, ইত্যাদি দুষ্ট লোকদিগকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) মোবাহালা, অর্থাৎ প্রার্থনা-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আল্লার কাছে প্রার্থনা করিয়া হত্যা করিয়াছেন এবং আল্লার তরফ হইতে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার এবং তাহাদের অলৌকিক হত্যার নির্ধারিত সময়-জ্ঞাপক সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া জগৎময় প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে ঐশী শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রকম নিদর্শনই আল্লাহ্‌র এক জন নবীর শানের উপযোগী, এবং তাঁহার সত্যতার প্রমাণ হইতে পারে। আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'তিনি শূকর বধ করিবেন' এই কথা দ্বারা।

কিন্তু আমাদের মৌলানা সাহেবগণ বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তালার এই প্রতাপান্বিত নবী আসিয়া জঙ্গলী শূকর বধ-কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবেন। 'মূর্খতার মত শত্রু নাই'।

সুতরাং রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি জ্ঞান-চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিলে কাদিয়ানে আবিভূ'ত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এরূপ অলৌকিক নিদর্শন আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতিরেকে দুনিয়ার কম নবী দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়াও যাহারা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, তাহাদের মত দুর্ভাগা আর নাই।

يضع الجزية 'জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন'

আলোচ্য হাদীসের আর একটি বাক্য, তিনি জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন। 'যুদ্ধের জন্য প্রজাদের' উপর যে কর বসান হয় তাহাকে জেজিয়া কর বলা হয়। আখেরি জামানায় যখন হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আসিয়া ইস্‌লাম প্রচার করিবেন তখন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের দরকার হইবে না, সমর কর, অর্থাৎ জেজিয়া করেরও দরকার হইবে না, তাই হাদীসে আসিয়াছে—يضع الجزية জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন।

এই কথাটাই বুখারী শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে—يضع الحرب —অর্থাৎ, যুদ্ধ উঠাইয়া দিবেন। প্রকৃত পক্ষেও অস্ত্র যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া আর যুদ্ধের কর উঠাইয়া দেওয়া একই কথা। তাই কেহ কেহ يضع الجزية স্থলে يضع الحرب রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

কাদিয়ানে আবিভূ'ত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) তাহাই করিয়াছেন—বিনা যুদ্ধে দুনিয়া জয় করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে ইস্‌লামের পতাকা তলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ দুনিয়ার বড় বড় কেন্দ্রে তৌহীদের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বস্তুতঃ হাদীসের এই বাক্যটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবিভূ'ত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এরই সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

يفيض المال حتى لا يقبله احد

"বহু মাল দান করিবেন, কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না।"

হাদীসের এই কথাটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবিভূ'ত হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

সেহা-সেত্তায় এই মর্মের আরও একটি হাদীস আসিয়াছে :—

وليدعون الى المال حتى لا يقبله احد

"তিনি মালের দিকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিবেন না।"

কাদিয়ানের হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) 'বারা-হীনে আহ্মদীয়া' কিতাব লিখিয়া, ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীকে তাঁহার পেশকরা দলিলগুলি খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি কেহ তাঁহার দলিলগুলির এক পঞ্চমাংশও খণ্ডন করিয়া নিজেদের ধর্মের সত্যতা নিজেদের ধর্ম-পুস্তক হইতে পেশ করিতে পারে তাহা হইলে এই রকম ব্যক্তিকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, অথবা দশ হাজার টাকা মূল্যের পৈত্রিক সম্পত্তির উপর দখল ছাড়িয়া দিবেন; কিন্তু কেহই তাঁহার এই আহ্বান গ্রহণ করিয়া টাকা লইতে অগ্রসর হয় নাই। এই রকম যখন বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানাগণ তাঁহার আরবী ভাষায় কোন জ্ঞান নাই বলিয়া বিদ্রূপ ও টিট্‌কারী করিতে লাগিল তখন আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে গায়েবী-ভাবে ("এলমে লাদুন্নি") আরবী ভাষা ও কোরান শরীফের 'মারফত' বা তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিলেন, এবং তিনি সমস্ত জগৎ-

বাসীকে আরবী সাহিত্যে তাঁহার মোকাবেলা করিতে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া আহ্বান করিলেন যে, যদি কেহ আরবী সাহিত্যে এবং কোরান শরীফের তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে তাহাকে তিনি হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দান করিবেন। এমন কি, এই ঘোষণা বাণীর মর্ম অনুযায়ী তিনি নিজে এই রকম মোকাবেলার জন্য কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে প্রচার করিয়া দিলেন। আরবী ভাষাভাষী মিশর, এরাক, শাম, হেজাজ ইত্যাদি দেশ সমূহের মধ্যেও এই সমস্ত গ্রন্থ ও ঘোষণাবাণী পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই এই পুরস্কার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। আর এক কিতাবে হযরত ইসা (আঃ) জীবিত থাকা সম্বন্ধে এক চেলেঞ্জ করিয়া বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই ইহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না।

তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী—

"وايدعون الى المال فلا يقبله احد"

و يفيض المال فلا يقبله احد

—"তিনি মালের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই ইহা গ্রহণ করিবে না"—পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ মনে করিতেছেন যে, হযরত মসিহ্ মওউদ টাকা পয়সা খয়রাতি ভাবে দান করিবেন। এরূপ মনে করা তাঁহাদের মস্ত বড় ভুল, কারণ, মালের এত প্রাচুর্য্য যে, কেহই ইহা গ্রহণ করিবে না, তাহা কখনও এই পৃথিবীর সামাজিক মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহা হইলে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইত। তাই আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন—

لو بسط الله الرزق لبغوا فى الارض (شورى)

"যদি আল্লাহ্তালা রিজিকের বাহুল্য বিস্তৃত করিয়া দিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত।"

সুতরাং ধনের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না, ইহা কোরান শরীফের এই আয়াতেরও বিরুদ্ধ।

অতএব কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) যে-ভাবে মালের দিকে জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং লোকে তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই—এইভাবে আহ্বান করা ও গ্রহণ না করার কথাই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে; এবং ইহাও মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক প্রমাণ; এবং প্রমাণ স্বরূপই ইহা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই হাদীসের আর এক অর্থও হইতে পারে, তাহা এই যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আধ্যাত্মিক মাল এত বহু দান করিবেন যে, কেহই তাহা লইয়া শেষ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আধ্যাত্মিক মাল এত অধিক দান করিয়াছেন যে, কেহই সেই মালের সবটা লইতে পারিতেছে না। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের এক অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার তিনি দান করিয়াছেন, কাবা মসজিদের তল-দেশে প্রোথিত ধনরাশি যাহা একবার হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাই আর একবার হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) দান করিয়াছেন। যে ধন-মদে মত্ত হইয়া আজ দুনিয়ার একটি মুষ্টিমেয় জমাত মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার দিক্-বিদিকে ছুটিয়াছে, সেই অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার আজ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) ঠিক তাঁহার 'আকা—হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মতই বিতরণ করিয়া গিয়াছেন!

(ক্রমশঃ)

॥ একটী উদ্ধৃতি ॥

"আহ্‌মদিয়া জামাত যেরূপ ব্যাপকহারে ইসলাম প্রচার করিয়াছে অপর কোন ইসলামী জামাত অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই"। লক্ষ্ণৌ-এর "হকিকত" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সত্যতা জ্ঞাপক প্রবন্ধ।

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত "হকিকত" পত্রিকার বিগত ১৯৬৬ সনের ৪ঠা জুন তারিখে মোঃ রফি আহ্‌মদ কিদওয়াইর স্মরণে একটি প্রকাশিত সংখ্যায় আহ্‌মদীয়া জমাতের তবলিগী সেবা শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আহ্‌মদিয়া জামাতের অতুলনীয় তবলীগী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখপূর্বক অতি মনোরম ভাষায় গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাটি সর্বশেষে লিখিয়াছেন, "জামাতে আহ্‌মদিয়া এবং উহার নেতা নিজেদের ধর্মীয় এবং তবলীগী উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য সর্বতভাবে বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। হায়! অপরাপর ইসলামি জমাত সমূহও যদি আহ্‌মদিগণের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত।"

হকিকত পত্রিকার সম্পাদক জনাব রইস আহ্‌মদ আব্বাসী সাহেব কাকুড়ী, নিজস্ব এই প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "ধর্মীয় মতভেদ এবং দলীয় সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য যে যাহাই বলুক না কেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আহ্‌মদিয়া জামাত নিজেদের ধর্মমত অনুযায়ী ব্যাপকহারে যে প্রচার কার্য্য করিয়াছে তাহার তুলনা অপর কোন ইসলামী জামাত দেখাইতে পারে না। এমন একটি ক্ষুদ্র জামাত যাহার লোক সংখ্যা সমগ্র পাক-ভারতে মিলিতভাবে দশ বার লক্ষের অধিক হইবে না, তাহারা প্রত্যেক বৎসর ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশ সমুহে শুধু তবলীগের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করিতেছে।

অদ্যকার পত্রিকায় জনৈক আহ্‌মদি পত্র লেখকের প্রেরিত যে পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানিতে পারিবেন, এই বৎসর আহ্‌মদি জামাতের তবলীগী বাজেট হইতেছে, মোট ৭৮,৯৩,৩৪১ টাকা, তন্মধ্যে ৪৮, ১৮, ১৩০ টাকার চাঁদার ওয়াদা ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা সম্ভবত আদায়ও হইয়াছে। বাদ-বাকী টাকাও এই বৎসরের মধ্যেই আদায় হইয়া যাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আহ্‌মদিগণ যেরূপ পূর্ণ শৃঙ্খলা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত তবলীগের কাজ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা কেবল ঈসায়ী মিশনের কাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে। শুধু মুসলমানই না, আমার ধারণা, অপর কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এরূপ তবলীগী ব্যবস্থা বর্তমান নাই। আহ্‌মদিয়া জামাত এবং উহার নেতা তাহাদের এই নিজস্ব ধর্মীয় ও তবলীগী উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য সর্বতঃভাবে প্রশংসা পাইবার যোগ্য। হায়! অপরাপর ইসলামী জামাত সমূহও যদি আহ্‌মদিদের দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত।" (হকিকত, লক্ষ্ণৌ ৪ঠা জুন, ১৯৬৬)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ

★

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 10·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8 00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্‌ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রা:)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৬।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.